গত ০৩-০৯-২০১২ থেকে ০৭-০৯-২০১২ **জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল ক্রীড়া আসরে** অংশগ্রহণ করে ত্রিপুরার অনুর্ধ্ব **১৭ বৎসরের ছেলেরা** শক্তিশালী চন্ডীগড় রাজ্যকে ২-১ গোলে হারিয়ে **ফুটবলে স্বর্ণ পদক** অর্জন করে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছে।

করে

রাজ্যর গর্ব **শ্রীমতি দীপা কর্মকার** বিভিন্ন **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক** জিমনাস্টিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট ৪৬ **টি স্বর্ণ, ১০ টি রৌপ্য** এবং **১ টি ব্রোঞ্জ** পদক অর্জন করে দেশ ও রাজ্যকে গৌরবান্বিত করেছে।

শ্রীমতি বনশ্রী দেবনাথ জাতীয় স্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে মোট **১৬টি স্বর্ণ, ৭টি রৌপ্য এবং ২টি ব্রোঞ্জ** পদক অর্জন করেছে।

শ্রীমতি অস্মিতা পাল জাতীয় জুনিয়র জিমনাসটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে **৩টি স্বর্ণ, ২ টি রৌপ্য** পদক অর্জন করেছে।

শ্রীমতি সাইনি দাস শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত এশিয়া স্কুল দাবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে একটি **স্বর্ণপদক** এবং তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ দাবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে একটি **ব্রোঞ্জ পদক** অর্জন

খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সফলতা অর্জনের জন্য **শ্রীমতি দীপা কর্মকার এবং শ্রীমতি বনশ্রী দেবনাথকে** গত বছরে (২০১২) যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরে জুনিয়র শারীর শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র প্রদান করেছে।

ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের উদ্যোগে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শিবির

ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর থেকে প্রকাশিত এবং ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, আগরতলা থেকে মুদ্রিত।

ত্রিপুরা সরকার
যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর

আগরতলা ▲ ত্রিপুরা

ভূমিকা ঃ

একটি সঠিক ও সুচিন্তিত নীতিগত অবস্থান বজায় রেখে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমেই একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু এই বাস্তব সত্যটি মেনে নিয়ে আজও দেশে কোন ক্রীড়ানীতি প্রণীত হয়নি। তবে এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯৭ সালে প্রণীত হয় রাজ্য ক্রীড়ানীতি। ২০০০ সালে এই নীতির রূপায়ণের লক্ষ্যে রচিত হয় একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য **"সকলের জন্য ক্রীড়া"**। এছাড়া পরিকল্পনার অন্যান্য বিষয়গুলি হল— আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা, ক্রীড়ার মান বৃদ্ধি করা, যুব সমাজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ক্রীড়া ও শারীরশিক্ষাকে সামগ্রিক শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া, সুস্থ ও সবল যুব সমাজ গড়ে তোলা, প্রভৃতি।

পরিকাঠামো উন্নয়নের দুর্বার গতি

মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে খেলাধুলা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। খেলাধুলার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বাধারঘাটের দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেকসের উন্নতিকল্পে তথা সেখানকার মাঠে সিনথেটিক অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক, ফুটবল মাঠের গ্যালারী নির্মাণ সহ মাঠটিকে আরো আধুনিক ভাবে গড়ে তোলার জন্য ও.এন.জি.সি. আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার এবং ও.এন.জি.সি.-র মধ্যে একটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে।

নির্মিয়মান উত্তর ত্রিপুরার স্পোর্টস স্কুল

পানিসাগরে অবস্থিত আঞ্চলিক শারীরশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন, জিমনাসিয়াম হল, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা হোস্টেল এবং আধুনিক মানের খেলার মাঠ নির্মাণ ইত্যাদি উন্নতিকল্পে দপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া পানিসাগর কলেজ এলাকাতে রাজ্যের দ্বিতীয় স্পোর্টস স্কুল নির্মাণ করা হয়েছে-যার মধ্যে আছে বিদ্যালয় ভবন ও হোস্টেল।

আগরতলার এন. এস. আর. সি. সি-তে গড়ে তোলা হচ্ছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি ইন্ডোর স্টেডিয়াম। এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ইন্ডোর খেলা যেমন, জিমনাসটিক্স, জুডো, টেবিল টেনিস, বেডমিন্টন, ভলিবল ইত্যাদি প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া থাকবে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের অফিস ঘর, ক্রীড়াবিদদের জন্য ওয়ার্ম আপ রুম, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, ডোপ টেস্টিং সুবিধা, ভি.আই.পি. গ্যালারি এবং প্রেস কর্নার প্রভৃতি।

এছাড়া এই কমপ্লেক্সে গড়ে উঠবে অনুশীলনের জন্য চারতলা বি
বাড়ি যাতে থাকবে জুডো, ভারোত্তোলন, টেবিলটেনিস ও যোগা হল।

তিন দিকের গ্যালারি এবং মাঠের পূর্বপ্রান্তে গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড ও উত্তর প্র
মুক্ত মঞ্চ সহ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান (আন্তাবল মাঠ) -এর উন্নয়নের
প্রায় শেষের পথে।

এছাড়া রাজ্যের ৮টি জেলার মধ্যে ৪টি জেলার ক্রীড়া পরিকাঠ
উন্নয়নের ধারা একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং বাকি
জেলার ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে

ক্রীড়া-পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে তুলনামূলক বিচারে দেখা যাবে বি
পাঁচ বছরে রাজ্যে দ্রুতগতিতে এই উন্নয়ন সংঘটিত হয়েছে ।

ক্রীড়া পরিকাঠামো	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০
মিনি স্টেডিয়াম	-	০১	২৭	৪
সুইমিং প্ল্যাটফর্ম	-	-	০৩	১
বিজ্ঞান ভিত্তিক সুইমিং পুল	-	-	-	০
জিমনাসিয়াম হল	-	০১	০১	০
স্পোর্টস হল	-	-	-	০
রাজ্য স্পোর্টস স্কুল	-	-	-	০
ইয়থ হোস্টেল	-	-	০১	০
ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল	-	-	-	০
ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজ	-	-	০১	০
স্টেডিয়াম	-	-	০১	০
ইনডোর স্টেডিয়াম	-	-	-	০
এডভেঞ্চার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	-	-	০১	০

পাইকা :

গ্রাম স্তর থেকে প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের তুলে আনার জন্য কে
যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর ২০০৮ সাল থেকে সারা ভারত ব্যাপী এই প্রক
চালু করে। এই প্রকল্পে রাজ্যে ১১৩৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েত/ ভিলেজ ক
এবং ৪৫টি ব্লক খেলাধুলার আওতায় যুক্ত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ
বর্তমানে ৬২৪টি পঞ্চায়েত ও ২৪টি ব্লকে খেলা এবং খেলার মাঠের উন্ন
কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই পাইকা সেন্টারগুলিতে প্রশিক্ষণ দি
এই প্রকল্পের অধীনে নিযুক্ত ক্রীড়াশ্রীরা। গ্রামস্তর থেকে রাজ্য এবং জা
স্তর পর্যন্ত প্রায় ২০ টি খেলা এই প্রকল্পের মাধ্যমে অনুশীলন
প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ক্রীড়া সংগঠনের রূপরেখা

স্কুল স্পোর্টস বোর্ড ঃ- রাজ্যের ক্রীড়া সংগঠনের মূল কারিগর হচ্ছে ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড। রাজ্য, জেলা ও ব্লক এলাকা সমূহে এই সংগঠনের হয়ে কাজ করছেন ক্রীড়াঙ্গনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ। বিগত বছরে ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে ব্লক স্তর থেকে রাজ্য স্তরের খেলার প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এতে প্রায় ২৫,৮০০ ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করে এবং জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় মোট ১৩০ জন ছেলে ও মেয়ে অংশগ্রহণ করে।

ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ

রাজ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রের পরিচালনা ও বিস্তারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ। ক্রীড়া অনুরাগী, ক্রীড়াবিদ ও প্রশাসকদের নিয়ে গঠিত এই পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মোট ২৮টি রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা। এদের কাজ হচ্ছে নিজ নিজ ক্ষেত্রে ক্রীড়ার উন্নতি সাধন করা। রাজ্য স্তরের আসর সংগঠন ও জাতীয় স্তরের আসরে অংশগ্রহণের জন্য এই সংস্থাগুলো পর্ষদ থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য পায়।

গ্রামীণ ক্রীড়া ও মহিলা ক্রীড়া ঃ

রাজ্যর গ্রামাঞ্চলের খেলোয়াড়দের মধ্যে উৎসাহ দান ও প্রতিভা অন্বেষণের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে ক্রীড়া পর্ষদ। রাজ্য স্তরের আসর সংগঠনের সাথে সাথে জাতীয় প্রতিযোগিতাগুলোতে গ্রামীণ ক্রীড়া ও মহিলা দল পাঠায় ক্রীড়া পর্ষদ।

প্রশিক্ষ র নিরন্তর প্রয়াস ঃ

ক্রীড়া প্রতিভার উন্নয়নে উপযুক্ত ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণই
উপাদান। আমাদের রাজ্যে মূলত ক্রীড়া পর্ষদের তত্ত্বাবধানে রাজ্যব্যাপী
একটি মাত্রা পেয়েছে। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের অধীনে ৪৮টি প্রশিক্ষণ
সেন্টার চালু রয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষ
রয়েছেন এবং প্লে সেন্টারগুলোতে ক্রীড়া পর্ষদ নামী প্রাক্তন খেলো
নিযুক্তি দিয়েছে।

ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ঃ

রাজ্যের সর্বোৎকৃষ্ট স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হচ্ছে ত্রিপুরা স্পোর্ট
বাধারঘাটে অবস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ক্ষুদ্র পরি
স্কুলের গোড়াপত্তন হয় ২০০০ সালে। বিগত বছরগুলিতে ঐকান্তিক
আজ এই স্কুল একটি আদর্শ স্কুলে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে
খেলায় ছেলে-মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এই স্কুলে। মাত্র ২০
প্রতিভা নিয়ে পথ চলা শুরু করে বর্তমানে এই স্কুলে ৮২ জন ছে
জন মেয়ে প্রশিক্ষণরত রয়েছে। খেলাধুলার পাশাপাশি এই
ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনাও চলেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে
ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এই বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা
নাম উজ্জ্বল করে চলেছে।

আঞ্চলিক শারীরশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ঃ

উত্তরপূর্বাঞ্চল পর্ষদের অর্থানুকূল্যে ১৯৭৮ সালের জুলাই মা
উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে এই মহাবিদ্যালয়ের পঠন-পা
হয়। বর্তমানে এই মহাবিদ্যালয়টি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির অনুমো
যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের তত্ত্বাবধানে চলছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে
রাজ্যের শারীরশিক্ষা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দে
মহাবিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই মহাবিদ্যালয়ে দুটি
আছে – একটি ৬০ আসন বিশিষ্ট দশ মাসের বি.পি.এড. কোর্স এব
৩০ আসন বিশিষ্ট ছয় মাসের সি.পি.এড. কোর্স। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে
রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা এবং রাজ্যের শারীরশিক্ষক ও ক্রীড়ামোদী
এতে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।

নির্মিয়মান জেলা স্পোর্টস কমপ্লেক্স, ঊনকোটি জেলা

যুব বিষয়ক কর্মসূচী ঃ

দপ্তরের কর্মপরিধির প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে রয়েছে যুব বিষয়ক কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর আওতায় রয়েছে —

● যুব সম্প্রদায়ের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ● সমাজে লোকসংস্কৃতির পাশাপাশি মিশ্র সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ ● দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সাহসী যুবসমাজ গঠনের লক্ষ্যে অভিযানমূলক ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান ● স্কাউটস এন্ড গাইডস আন্দোলনের মাধ্যমে সেবার মনোভাব সম্পন্ন আদর্শ কর্মী গড়ে তোলা ● অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করা।

যুব উৎসব ঃ লোক সংস্কৃতি তথা মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোই যুব উৎসবের মূল লক্ষ্য। যুব উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর ব্লক স্তর থেকে রাজ্য পর্যন্ত সমাজের বিশাল অংশের যুবা শিল্পীরা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য স্তরের প্রথম স্থানাধিকারী শিল্পীরা জাতীয় স্তরের আসরে অংশগ্রহণ করেন।

স্কাউটস ও গাইডস কর্মসূচী ঃ ছাত্র-ছাত্রীদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার সাথে সাথে জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার শিক্ষাদান এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। এছাড়া বিভিন্ন সমাজসেবা ও সামাজিক অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করে ভারত স্কাউটস ও গাইডস-এর সদস্যরা।

জাতীয় সেবা প্রকল্প (এন.এস.এস.) ঃ রাজ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সেবামূলক মানসিকতা এবং সমাজে নেতৃত্ব দেবার গুণাবলী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এন.এস.এস. কাজ করছে। স্বেচ্ছা রক্তদান, পালস পোলিও টীকাকরণ, এইডস বিরোধী প্রচার, তামাক বিরোধী প্রচার, স্বাস্থ্য শিবির, আইনি সচেতনতা শিবির, নারীদের সচেতনতামূলক প্রচার — ইত্যাদি কর্মসূচী প্রতিনিয়ত পালিত হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীগুলো নিম্নরূপ —

এন. এস. এস-এর উদ্যোগে রক্তদান শিবির

● এন. এস. এস. -এর উদ্যোগে রাজ্যে মোট ৫১ টি রক্তদান শিবিরে মোট ২৬৭০ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়েছে। এবছর ৫০০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে ● সৈনিক দিবস উপলক্ষ্যে এন.এস.এস.- পক্ষ থেকে রাজ্য সৈনিক বোর্ডকে মোট ৭১,২০০/- টাকা প্রদান করা হয়ে ●১৪০ জন এন. এস. এস. স্বেচ্ছাসেবিকা ও প্রোগ্রাম অফিসার ভারত বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন ● গত জানুয়ারি, ২০১৩ ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যের দুই স্বেচ্ছাসেবক দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্যারেডে অংশগ্রহণ করেন।

ক্রীড়া বৃত্তি ঃ ক্রীড়াক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য দ প্রতি বছর জাতীয়, উত্তর পূর্বাঞ্চল ও রাজস্তরে সাফল্য অর্জনকারীদের ম ক্রীড়াবৃত্তি প্রদান করে থাকে। এই উপলক্ষ্যে গত ২০১২-১৩ অর্থ ব ১২০০ টাকা করে মোট ৪১৬ জনকে ক্রীড়াবৃত্তি প্রদান করা হয় এবং আগ দিনেও এই কর্মসূচী চালু থাকবে।

বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরে রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের সাফ

গত এক বছরে অর্থাৎ ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ত্রিপুরার ক্রীড়াবিদ আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরের বিভিন্ন খেলায় মোট ৫৪টি সোনা, ৬৬ রূপা এবং ৭১টি ব্রোঞ্জ সহ মোট ১৯১টি পদক অর্জন করে

ক্রীড়া আসর	সোনা	রূপা	ব্রোঞ্জ
১) জাতীয় মহিলা ক্রীড়া	০৫	০০	০০
২) জাতীয় গ্রামীণ ক্রীড়া	০১	০০	০৪
৩) জাতীয় সিনিয়র সাব-জুনিয়র আসর (জিমনাস্টিক্স)	০৭	১০	০২
৪) জাতীয় সাব-জুনিয়র সাঁতার	০১	০০	০০
৫) জাতীয় প্যারা ওলিম্পিক সাঁতার	০৪	০৪	০০
৬) এশিয়া এবং কমনওয়েলথ দাবা প্রতিযোগিতা	০১	০০	০১
৭) জাতীয় যোগা প্রতিযোগিতা	০১	০৩	০২
৮) জাতীয় সিনিয়র ও সাব-জুনিয়র আসর (কিকবক্সিং)	০৫	০২	০৫
৯) জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়া (অ্যাথলেটিক্স)	০০	০১	০১
১০) জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়া (যোগা)	০১	০৫	০৫
১১) জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়া (ফুটবল)	০১	০০	০০
মোট	২৭	২৫	২০
১২) উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আসর	২৫	২৭	৩২
১৩) ২৭তম উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আসর	০২	১৪	১৯
সর্বমোট	৫৪	৬৬	৭১